মনোরঞ্জন ইতিহাস।

অর্থাৎ

বালকদিগের জ্ঞানদায়ক ও নীতিশিক্ষক উপাখ্যান।

PLEASING TALES;

OR

STORIES,

DESIGNED TO IMPROVE THE UNDERSTANDING

AND

DIRECT THE CONDUCT

OF YOUNG PERSONS.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS

AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD.

1851.

মনোরঞ্জন ইতিহাস।

সুজনতা ও কৃতজ্ঞতা।

মিলান্ নগরের কোন বাটীর এক দ্বারী দুই শত মুদ্রাশুদ্ধ এক থলিয়া কুড়াইয়া পাইয়া সংবাদ-লিপিদ্বারা তাহা প্রকাশ করিল। যাহার ঐ থলিয়া হারাইয়াছিল সে সমাচার পাইয়া সেই বাটীতে আইল; এবং ঐ থলিয়া যে তাহার ইহার প্রচুর প্রমাণের দ্বারা নিশ্চয় করিলে দ্বারী সে থলিয়া তাহাকে সমর্পণ করিল। তাহাতে ঐ ব্যক্তি আপনার মুদ্রা পাইয়া অতিশয় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক ঐ দ্বারিকে বিংশতি মুদ্রা পারিতোষিক দিতে চাহিল, কিন্তু দ্বারী তাহা গ্রহণ করিল না; পরে দশ মুদ্রা দিতে চাহিল, পরে পাঁচ, তথাচ গ্রহণ করিল না। তন্নিমিত্তে সেই ব্যক্তি থলিয়া ভূমিতে ফেলিয়া ক্রোধভাবে বলিল, যদি তুমি আমার প্রত্যুপকার স্বীকার করিতে এ প্রকার অসম্মত হও, তবে আমি কিছুই হারাই নাই। তাহাতে দ্বারী পাঁচ মুদ্রা লইতে সম্মত হইল, এবং

তাহা গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দরিদ্র লোকদিগকে বিতরণ করিল।

উপকার করিলে কৃতোপকার স্বীকার করা ও সাধ্যানুসারে উপকার করা মহল্লোকের নিদর্শন।

কৃতঘ্নের দণ্ড।

হিত করিলে বিপরীত ভাবে যেই জন।
তাহার মঙ্গল নাহি হয় কদাচন।

এক জন ধনী অতি প্রত্যূষে অশ্বারূঢ় হইয়া নগর ভ্রমণ করিতেছিলেন। তৎকালীন তাঁহার অজ্ঞাতসারে বস্ত্রহইতে কাগজমোড়া ষোলটী স্বর্ণ মুদ্রা পথে পড়িল। এক জন দরিদ্র তাহা কুড়াইয়া পাইয়া বিচারকর্ত্তার স্থানে সমর্পণ করিলে, তিনি ঘোষণাদ্বারা ঐ কথা নগরের সর্ব্বত্র প্রচার করাইলেন। তাহাতে ঐ ধনী বিচারাসনের সম্মুখে আইল, ও বিচারকর্ত্তা তাঁহাকে মোহরের মোড়ক সমর্পণ করিলেন। ধনী কহিলেন, আমার আরও অধিক মুদ্রা ছিল, অতএব যে জন ইহা পাইয়াছে তাহার স্থানে অবশ্য তাহাও পাওয়া যাইবে। ইহাতে সেই দরিদ্র ত্রাসযুক্ত হইয়া বিচারকর্ত্তার স্থানে এই নিবেদন করিল, আমি যাহা পাইয়াছি তাহা

সমুদয় আপনকার স্থানে উপস্থিত করিয়াছি, আমার স্থানে আর কিছুই নাই। অনন্তর যে কাগজ মোড়ক করা ছিল, বিচারকর্ত্তা সেই কাগজ আনাইয়া পুনর্ব্বার মোড়ক করিয়া দেখিলেন যে ষোল মুদ্রার অধিক তাহাতে ধরে না। তখন ধনিকে বলিলেন, এই কাগজেতে ষোল মুদ্রার অধিক ধরে না; অতএব বোধ হয় এই স্বর্ণ মুদ্রা তোমার নহে, অন্য কেহ তোমার মুদ্রা পাইয়া থাকিবে, অতএব অন্যত্র অন্বেষণ কর। পরে দরিদ্রকে কহিলেন, এই ষোলটী স্বর্ণ মুদ্রা তোমারই হইল, তুমি ইহা লইয়া গৃহে গমন কর।

ঐ বিষয়।

দাবানলে এক কানন দগ্ধ হইতেছিল; তাহাতে এক সর্প প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু অগ্নিদ্বারা বন বেষ্টিত হওয়াতে কোন প্রকারে পথ পাইল না। সেই সময়ে এক বণিককে তাহার নিকট দিয়া গমন করিতে দেখিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিল, হে বন্ধো, আমার প্রাণ বাঁচাও। সে কহিল, তুমি হিংস্র জন্তু, তোমার সহিত ব্যাপার করিতে ভয় করি, কি জানি হিত

করিতে বিপরীত হয়। সর্প কহিল, ভয় নাই, তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিলে আমি কি তোমার প্রাণ সংহার করিব? এমত ভাবনা কেন করিতেছ?

বণিক্ মনে মনে বিবেচনা করিল, ভাল করিলে মন্দ কদাচ হয় না, কেননা যে জন ভাল করে ঈশ্বর অবশ্য তাহার ভাল করেন। ইহা ভাবিয়া আপন থলিয়ার দুই পার্শ্বে দড়ি দিয়া এক দণ্ডের অগ্রে বাঁধিয়া বনমধ্যে ফেলিয়া দিল, এবং সর্প থলিয়ার মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া ছাড়িয়া দিল।

সর্প ক্রূর ও খল জন্তু বিপদসময়ে এত ব্যগ্রতা পূর্ব্বক বিনয় করিয়া বিপদহইতে উদ্ধার পাইল, পরে আপনার সময় পাইয়া আপনার পরম হিতকারি বন্ধু বণিক্‌কে দংশন করিবার উপক্রম করিল। তাহাতে বণিক্ কহিল, তোমার এ কি অবিচার, এমত আচার কেন কর? সর্প উত্তর করিল, যদ্যপি তুমি আমার উপকার করিয়াছ, তথাপি তোমার হিংসা করণে কোন বাধা নাই; কেননা যে ব্যক্তি হিতকারী হয় তাহারও অহিত করি, এই আমাদিগের ধর্ম্মই; এবং মনুষ্যদের সহিত আমাদিগের নাশ্য নাশক ভাব সম্বন্ধ, ও

মনুষ্য আমা প্রভৃতি সকল জন্তুর অহিতকারী; ইহা তুমি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে জিজ্ঞাসা কর।

তৎকালীন সম্মুখবর্ত্তি এক গোষ্ঠে এক মেষকে চরিতে দেখিয়া উভয়ে তাহার নিকটে যাইয়া তাহাকে মধ্যস্থ মানিল। প্রথমতঃ সর্প তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই মনুষ্য আমার হিতকারী, ইহাকে নষ্ট করিতে পারি কি না?

মেষ কহিল, এই ক্ষণে কর, এক নিমেষও বিলম্ব করিও না; কেননা মনুষ্যের রীতি আমি বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত আছি। তাহার বিবরণ এই; আমার লোমজাত কম্বলদ্বারা সকলের আচ্ছাদনোপবেশন হয়; তাহাতে হিত বোধ না করিয়া আমি প্রসব করিলে আমার ক্রোড় শূন্য করিয়া দুগ্ধপোষ্য বৎসকে বলিদান করে; তজ্জন্য আমার মন নিরন্তর শোকান্বিত ও শঙ্কাযুক্ত, কি জানি কোন্ দিনে আমাকেও হত্যা করিবে। অতএব এতাদৃশ জাতির হিংসাতে কোন ক্ষতি নাই।

বণিক্ কহিল, একের প্রমাণ গ্রাহ্য নহে; দুই তিন জনের বাক্য ঐক্য হইলে স্বীকার করি।

পরে এক প্রাচীনা গাভীর সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিলে পর সে কহিল,

মনুষ্যের চরিত্রের কথা কি কহিব? দেখ, আমি প্রতিবৎসর একটি বৎস দিই, এবং কেবল মাঠের তৃণ ভক্ষণ করিয়া প্রতিদিন দুগ্ধ দিই, তাহাতে ক্ষীর, দধি, নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য হয়। আমি এই রূপ উপকার বহুকাল পর্য্যন্ত করিয়াছি। এই ক্ষণে আমার বার্দ্ধক্য দশা দেখিয়া আমাকে আহার দেয় না, তাহাতে আমি ক্ষুধায় মরিতেছি। অতএব মনুষ্য এই রূপ দুষ্ট জাতি, তাহাকে এই ক্ষণে সংহার কর।

এই কথা শুনিয়া বণিক্ প্রাণের কারণ ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিল। এই সময়ে সেই স্থানে স্থিত এক শৃগাল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে ভাই, কি কারণ তুমি উদ্বিগ্ন ও ভয়যুক্ত হইয়াছ? বণিক্ উত্তর না করিলে সর্প কহিল, তবে তাহার বিবরণ শুন। ইনি আমাকে দাবানলহইতে রক্ষা করিয়াছেন, এখন আমি ইহাঁকে দংশন করিব, কেননা হিত করিলে বিপরীত করাই আমাদিগের রীতি; এবং মেষ ও গাভী তাহার প্রমাণ দিয়াছে।

শৃগাল বলিল, এ কথা আমার অসম্ভব বোধ হয়, কেননা উনি অগ্নিহইতে তোমাকে কি প্রকারে

উদ্ধার করিতে পারেন? সর্প কহিল, বনের মধ্যে দণ্ড সংযুক্ত থলিয়া ফেলিয়া দিলেন, আমি তাহাতে প্রবেশ করিলে অগ্নিহইতে টানিয়া তুলিলেন। সেই থলিয়া ঐ দেখ, তাঁহার স্কন্ধে আছে। শৃগাল কহিল, তোমার এতাদৃশ প্রকাণ্ড শরীর এমত ক্ষুদ্র থলিয়ার মধ্যে যে তুমি প্রবিষ্ট হইয়াছিলা ইহা না দেখিলে আমার প্রত্যয় হয় না। তাহাতে সর্প বণিকের স্থানে থলিয়া চাহিয়া পুনর্ব্বার তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে পর, শৃগাল বণিক্‌কে ইঙ্গিতে বলিল, এই সময়ে থলিয়ার মুখ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া শীঘ্র দণ্ডদ্বারা সর্পের মস্তক চূর্ণ কর।

এই রূপে বণিক্ শৃগালের বুদ্ধিদ্বারা সর্পের নাশ করিয়া আত্মপ্রাণ বাঁচাইল।

অতএব উপকারির অমঙ্গলকারী ও কৃতঘ্ন যে ব্যক্তি, তাহার মঙ্গল কদাচ হয় না।

বিদ্যাভ্যাসের গুণ।

ধনের আধার বিদ্যা, বিদ্যার আধার যত্ন।
ধনের ফল লালসা, বিদ্যার ফল রত্ন॥

কোন রাজার সভাস্থ এক জন এই কথা বলিল। পরে রাজা ঐ বচনের পরীক্ষাহেতুক আপনার এক

পুত্রকে বিদ্যা ও নীতি শিক্ষা করাইবার কারণ বহু গুণালঙ্কৃত এক শিক্ষকের স্থানে সমর্পণ করিলেন, ও প্রতিদিন এক এক নূতন পাঠাভ্যাস করাইতে আজ্ঞা দিলেন; এবং অন্য পুত্রকে প্রত্যহ এক এক মাণিক্য দিতে লাগিলেন।

প্রথম বালকের বিদ্যাদ্বারা ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি বৃদ্ধি হওয়াতে সে উত্তরোত্তর নম্র ও শিষ্ট ও সুধীর ও সুশীল হইল, এবং নীতি শিক্ষাতে তাহার আরও যত্ন বৃদ্ধি হইল; কিন্তু দ্বিতীয় বালক ধন বাহুল্যদ্বারা উত্তরোত্তর অহঙ্কৃত ও অশিষ্ট হইয়া বিদ্যার প্রতি অনাদর করিতে লাগিল।

পরে উভয়েই বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে দূর দেশে গমন করিল। ধনী অনেক ধন সঙ্গে লইল; বিদ্বান্ কেবল কতকগুলি পুস্তক লইল, কেননা প্রবাসে বিদ্যার পর আর মিত্র নাই।

ধনী এক নগরে উত্তরিলে তাহার সহিত অনেক লম্পট শঠ লোকের মিলন হইল, তাহাদের কুপরামর্শদ্বারা বেশ্যাগমনাদি মন্দ ক্রিয়াতে সকল ধন ব্যয় করিয়া শেষে ঋণগ্রস্ত হইয়া কারাগারে বদ্ধ হইল।

বিদ্বান্ এক রাজার সভায় উপস্থিত হইলে

তাহার নম্রতা ও শিষ্টতার দ্বারা মনোগত বিদ্যা প্রকাশ পাওয়াতে রাজা তাহাকে আপনার নিকটে বসাইলেন; পরে তাহার সহিত আলাপ করিয়া বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দিলেন। শেষে রাজার নিকটে তাহার এতাদৃশ প্রতিপত্তি হইল যে তিনি তাহাকে বহু ধনের সহিত আত্মকন্যা দান করিয়া অনেক সৈন্যসামন্ত সঙ্গে দিয়া স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন।

তাহার পিতা তাহার আগমনের কোলাহল শুনিয়া শঙ্কিত হইলেন। পরে দূত কহিল, হে মহারাজ, ভীত হইও না, আপনকার পুত্র আসিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া আপন পাত্রমিত্র সকলকে পাঠাইয়া পুত্রকে বাটীতে আনিলেন, ও তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া নিকটে বসাইয়া নানা মত মঙ্গলাচরণ করিলেন, এবং তাহার কর্ম্মোপযুক্ত শৌর্য্য দেখিয়া স্বরাজ্যের ভার সমর্পণ করিলেন।

রাজার ধনি পুত্র কারাগারে বদ্ধ ছিল, বিদ্বান্ পুত্র তাহার সমাচার দূতদ্বারা পাইয়া তাহার ঋণ শোধ করিয়া তাহাকে বাটীতে আনিলেন।

রাজা এই প্রকার পরীক্ষাদ্বারা বিদ্যা ও ধনের বিশেষ বুঝিলেন।

মনুষে
প্রতি
তৃণ
ক্ষীর,
হয়।
করি
আম
মরি
তাহ
হই
হা
হে
য়া
ত
হ
ক
ত
?

পুত্রকে বিদ্যা ও নীতি শিক্ষা করাইবার কারণ বহু গুণালঙ্কৃত এক শিক্ষকের স্থানে সমর্পণ করিলেন, ও প্রতিদিন এক এক নূতন পাঠাভ্যাস করাইতে আজ্ঞা দিলেন; এবং অন্য পুত্রকে প্রত্যহ এক এক মাণিক্য দিতে লাগিলেন।

প্রথম বালকের বিদ্যাদ্বারা ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি বৃদ্ধি হওয়াতে সে উত্তরোত্তর নম্র ও শিষ্ট ও সুধীর ও সুশীল হইল, এবং নীতি শিক্ষাতে তাহার অত্যন্ত যত্ন বৃদ্ধি হইল; কিন্তু দ্বিতীয় বালক ধন বাহুল্যদ্বারা উত্তরোত্তর অহঙ্কৃত ও অশিষ্ট হইয়া বিদ্যার প্রতি অনাদর করিতে লাগিল।

পরে উভয়েই বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে দূর দেশে গমন করিল। ধনী অনেক ধন সঙ্গে লইল; বিদ্বান্ কেবল কতকগুলি পুস্তক লইল, কেননা প্রবাসে বিদ্যার পর আর মিত্র নাই।

ধনী এক নগরে উত্তরিলে তাহার সহিত অনেক লম্পট শঠ লোকের মিলন হইল, তাহাদের কুপরামর্শদ্বারা বেশ্যাগমনাদি মন্দ ক্রিয়াতে সকল ধন ব্যয় করিয়া শেষে ঋণগ্রস্ত হইয়া কারাগারে রুদ্ধ হইল।

বিদ্বান্ এক রাজার সভায় উপস্থিত হইলে

তাহার নম্রতা ও শিষ্টতার দ্বারা মনোগত বিদ্যা প্রকাশ পাওয়াতে রাজা তাহাকে আপনার নিকটে বসাইলেন; পরে তাহার সহিত আলাপ করিয়া বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দিলেন। শেষে রাজার নিকটে তাহার এতাদৃশ প্রতিপত্তি হইল যে তিনি তাহাকে বহু ধনের সহিত আত্মকন্যা দান করিয়া অনেক সৈন্যসামন্ত সঙ্গে দিয়া স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন।

তাহার পিতা তাহার আগমনের কোলাহল শুনিয়া শঙ্কিত হইলেন। পরে দূত কহিল, হে মহারাজ, ভীত হইও না, আপনকার পুত্র আসিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া আপন পাত্রমিত্র সকলকে পাঠাইয়া পুত্রকে বাটীতে আনিলেন, ও তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া নিকটে বসাইয়া নানা মত মঙ্গলাচরণ করিলেন, এবং তাহার কর্ম্মোপযুক্ত শৌর্য্য দেখিয়া স্বরাজ্যের ভার সমর্পণ করিলেন।

রাজার ধনি পুত্র কারাগারে বদ্ধ ছিল, বিদ্বান্ পুত্র তাহার সমাচার দূতদ্বারা পাইয়া তাহার ঋণ শোধ করিয়া তাহাকে বাটীতে আনিলেন।

রাজা এই প্রকার পরীক্ষাদ্বারা বিদ্যা ও ধনের বিশেষ বুঝিলেন।

বিদ্যারত্নং মহাধনং।

বিদ্যাদানের মহাগুণ শুনহ সকল।
দাতা গৃহীতার হয় দুইয়েরই কুশল।

দেখ আর আর বস্তুর স্বত্ব ত্যাগ করিলে দান সিদ্ধ হয়, কিন্তু বিদ্যাতে সে রূপ নয়, যেহেতুক দাতার স্বত্ব ধ্বংস ব্যতিরেক দান সিদ্ধ হয়, ও গৃহীতার গ্রহণ হয়। রাশীকৃত স্বর্ণ রূপ্যাদি দান করিতে করিতে তাহার হ্রাস হয়, কিন্তু দানদ্বারা বিদ্যার হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, বরং প্রতিদিন বৃদ্ধি হয়। ধনের ন্যায় বিদ্যার অপচয়, অপব্যয়, অপহরণ, কোন মতে হয় না। এবং বিদ্যা সুমন্ত্রির ন্যায় বিপদের আগে সাবধান করে ও পরিণাম দর্শায়; এবং যদিও কুঘটনাদ্বারা কখনো সঙ্কট উপস্থিত হয়, তবে তাহাতে বিদ্যা সুযুক্তি দেয়। বিদ্যা অভেদ্য সঙ্গী ও অন্তরঙ্গ।

যেমন অন্ধকারে দীপ শোভা পায়, তাদৃশ মনুষ্যের মধ্যে বিদ্যার জ্যোতিঃ, আর যাদৃশ এক দীপহইতে অন্য দীপ জ্বালিয়া লইলে সে দীপ নির্ব্বাণ হয় না, সেই রূপ এক জনের স্থানে বিদ্যা শিখিলে অন্যের মানসান্ধকার দূর হয়, এবং যে জন শিক্ষা করায় তাহারও ক্ষতি হয় না। এতাদৃশ ধনে কাহারও অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে, এবং সাধ্যানুসারে ব্যয় করিতে কাতর হওয়া উপযুক্ত নহে।

শ্রম বিষয়ক কথা।

ধনের উনুই শ্রম, শুন সাবধানে।
হিতার্থ বচন এই, রাখ নিজ মনে॥

এক কৃষক মরণকালে আপনার সন্তানদিগকে কহিল, আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে গুপ্ত ধন আছে। পরে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পর তাহার পুত্রেরা একত্র হইয়া গুপ্ত ধন পাইবার কারণ ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে খনন করিল। কোন স্থানে ধন পোঁতা ছিল তাঁহাদের পিতা তাহা নিরূপণ করিয়া কহেন নাই; তন্নিমিত্তে সমুদায় ক্ষেত্র রুক্ষদেশ পর্য্যন্ত গহ্বর করিয়া খনন করিল, তত্রাপি ধন পাইল না; অতএব সেই গহ্বর পুরাইয়া দ্রাক্ষা রোপণ করিলে সেই বৎসর বিংশতিগুণ ফল ফলিল, তাহা বিক্রয় করিয়া সংসারের ভরণপোষণাদি করিয়া অনেক মুদ্রা উদ্বৃত্ত হইল। তখন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে গুপ্ত ধন আছে, খনন করিলেই তাহা পাইবা, এই যে কথা পিতা তাহাদিগকে

কহিয়াছিলেন তাহার অভিপ্রায় বুঝিল, ফলতঃ শ্রম করিলে অর্থলাভ হইবে, কেননা যত্নে রত্নোৎপত্তি।

আলস্য।

অলস স্বভাব যার তাহারি অভাব।
অভাব হইলে দুঃখের নাহিক অভাব॥

শরীরের মধ্যে আলস্য মহাব্যাধি; তদ্দ্বারা নানা দোষ ও দুর্গতি ও ক্লেশ এই সকলের উৎপত্তি হয়।

প্রথমতঃ অলস ব্যক্তি অন্যাপেক্ষা মিথ্যা কহিতে তৎপর। তাহার প্রমাণ এই, যদি তাহাকে কেহ কহে, অমুকের নিকট যাও, তবে সে অনায়াসে কহে, অমুক বাটীতে নাই; এবং কোন সামগ্রী আনিতে কহিলে বলে, আমি জানি তাহা মিলিবে না।

দ্বিতীয়, অলস লোক সুখাভিলাষী, অথচ কর্ম্মাক্ষম; সে আপনার কর্ম্মে মনোযোগ না করাতে উত্তরোত্তর পূর্ব্ব ধনের ও সুখের হ্রাস করে, এবং কেবল দুষ্কর্ম্মে রত হয়।

তৃতীয়, অলস ব্যক্তি পরপ্রত্যাশী ও পরাধীন. কেননা কোন বস্তু নিকটে প্রস্তুত থাকিলেও অন্যের সহকারিতা ব্যতিরিক্ত পাইতে পারে না।

অতএব প্রত্যেক জনের পদানসারে স্ব স্ব কর্ম্মে নিরালস্য পূর্ব্বক নিযুক্ত থাকা উপযুক্ত হয়।

দান।

দানের উচিত পাত্র দরিদ্র দুর্ব্বল।
ধনিকে করিলে দান নাহি কোন ফল॥
বন্যা ক্ষেত্রে পুনর্বীজ করিলে রোপণ।
উভয়ের গৌরব যায়, বুঝহ সুজন॥

যেমন গোময় একত্র রাশি হইলে দুর্গন্ধ হয়, কিন্তু ভূমিতে বিস্তার করিয়া দিলে সার বলা যায়, ধনও সেই রূপ একত্র সঞ্চিত হইলে তদধিকারিকে. কৃপণ কহে, কিন্তু লোকদের প্রয়োজনানসারে ও আপনার সংস্থানানুসারে দান করিলে তাহার ঐ দুর্নাম ঘুচে, এবং সে ব্যক্তি দাতা বিখ্যাত হয়।

কৃষাণ ভূমিতে বীজ ছড়ায়, তাহাতে বহুগুণ ফল হয়; তদনুরূপ বিবেচনা ও সৌজন্য পূর্ব্বক দরিদ্র লোকদের প্রতি বিতরণ করিলে তাহাদের পরিতোষ ও আপনাদের সন্তোষ হয়, এবং ঈশ্বর-হইতে দয়া পাওয়া যায়, কেননা যে জন ঈশ্বরকে মানিয়া দরিদ্রকে দান করে সে ঈশ্বরকে ঋণ দেয়।

অতএব ধনোপার্জ্জন করিয়া সদ্ব্যয় করা ধার্ম্মিক লোকের উচিত।

হিংসা।

পরের সৌভাগ্য হৈলে মনে মনে দুঃখী।
পরসুখে দুঃখী সদা পরদুঃখে সুখী॥
হিংসকের প্রতি এই আছে নিরূপিত।
আপনহইতে শাস্তি পায় সমুচিত॥

যেমন দাবানলে বন দগ্ধ হয়, সেই রূপ হিংসায় মন দগ্ধ হয়। হিংসক ব্যক্তির মন কখনো সুখী ও সুস্থির নয়। মনুষ্যের প্রকৃতিহইতে এই দোষের মূল উৎপন্ন হয়, তাহা অঙ্কুরিত হইবামাত্র জ্ঞানাস্ত্রে ছেদন করিলে আর বৃদ্ধি হইতে না পারিলে দুঃখের কর্ম্ম জানা যায় না, বরং অকারণ সুখোৎপত্তি হয়।

উদাহরণ; এক জন আপন প্রতিবাসির ঐশ্বর্য্য দেখিয়া হিংসায় অধৈর্য্য হইল, এবং পরের সুখ না দেখিতে হয় এই নিমিত্তে এক বনমধ্যে গিয়া রহিল। এই হিংসক ব্যক্তির এক-সন্ন্যাসির সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি তাহাকে দয়া করিয়া একখানি কাম্য পাষ্টি দিলেন; সেই পাষ্টির গুণ এই, যে তিন বার যাহা কামনা করিয়া ফেলিবে তাহা সিদ্ধ হইবে: আর সন্ন্যাসী তাহাকে এই কথা বলিল, যে তিন বার যাহা চাহিবা; তাহা পাইবা, কিন্তু তোমার

প্রতিবাসিগণের তাহার দ্বিগুণ হইবে। পরে সে আপন বাটীতে আসিয়া বিবেচনা না করিয়া, আমার ধন ধান্য রজত কাঞ্চনাদি বিবিধ রত্ন হউক বলিয়া প্রথম বার পাষ্টি ফেলিল; তাহাই হইল; কিন্তু তাহার প্রতিবাসির তদ্দ্বিগুণ হইল। পরে প্রতিবাসির দুঃখ হইবে এই ভাবিয়া, আমি এক চক্ষুর্হীন হই বলিয়া দ্বিতীয় বার পাষ্টি ফেলিল; তাহাতে তাহার প্রতিবাসিগণ দুই চক্ষুর্হীন হইল। আমার অর্দ্ধেক বাটীতে দহ পড়ুক বলিয়া শেষ বার পাষ্টি ফেলিল; তাহাতে তাহার প্রতিবাসিগণের সকল বাটীতে দহ পড়িল।

পরে তাহার দাসেরা তাহাকে নির্ব্বান্ধব স্থানে পাইয়া, সকলে পরামর্শ করিয়া তাহাকে নানা মত প্রহার করিয়া, ও তাহার সকল ধন হরণ করিয়া, নৌকা বাহিয়া পলায়ন করিল; তাহার চীৎকার শুনিতে কেহ ছিল না। তখন সে বলিল, আমার হিংসার ফল এই, কেননা যদি হিংসাদ্বারা আপন প্রতিবাসিগণকে নষ্ট না করিতাম, তবে তাহারা আমার এ দুঃসময়ে অবশ্যই সহকারী হইত, অথবা তাহাদের ভয়ে কেহ আমাকে এ প্রকার নিগ্রহ করিতে পারিত না।

লোভ।

উপস্থিত ছাড়িয়া অনুপস্থিতে আশা।
যে করে নির্ব্বোধ সেই তাহার দুর্দ্দশা॥
লোভে উপজয়ে ক্ষোভ জানহ নিশ্চয়।
লোভির কামনা কভু পূর্ণ নাহি হয়॥

এক গৃহস্থের বাটীতে এক কপট সন্ন্যাসী আসিয়া কহিল, আমি রূপাকে স্বর্ণ করিতে পারি। এই কথার পরীক্ষার কারণ গৃহস্থ তাহাকে এক রূপার মুদ্রা স্বর্ণ করিতে দিল। সন্ন্যাসী মন্ত্র পড়িব বলিয়া এক নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিল। কিছু কাল পরে বাহিরে আসিয়া রূপার মুদ্রা আপন নিকটে রাখিয়া আপনার স্থানে যে এক স্বর্ণ মুদ্রা ছিল তাহা গৃহস্থকে দিল। তাহাতে গৃহস্থ বিস্ময়াপন্ন হইয়া সন্ন্যাসির প্রবঞ্চনাতে বিশ্বাস করিল, এবং অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক সপরিবারে তাহার সেবা করিতে লাগিল; আর কহিল, আমার রূপার মুদ্রা ও অলঙ্কারাদি যত আছে, মহাশয় তাহা অনুগ্রহ করিয়া সকলি স্বর্ণ করিয়া দিউন। সন্ন্যাসী কহিল, এক নির্জ্জন গৃহ নিরূপণ কর, সেখানে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া মন্ত্র জপ করিতে হইবে। যে আজ্ঞা মহাশয় বলিয়া গৃহস্থ সন্ন্যাসিকে এক নিভৃতালয়ে

ভাঙ্গিয়া রূপার অলঙ্কারাদি তাহার স্থানে সমর্পণ করিয়া, এবং তাহার পূজার আয়োজন করিয়া, সে স্থানহইতে প্রস্থান করিল। সন্ন্যাসী গৃহস্থদের প্রবোধ জন্মাইবার কারণ ক্ষণে ক্ষণে কোশা কুশী ও ঘণ্টা ধ্বনি করিতে লাগিল। পরে গৃহস্থেরা আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা গেল। সন্ন্যাসী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অলঙ্কারাদি লইয়া পলায়ন করিল। প্রভাতে গৃহস্থেরা তাহা জানিয়া সন্ন্যাসির প্রতারণা বিষয়ে অনর্থক হাহাকার ও ক্রন্দন করিতে লাগিল।

ইহার তাৎপর্য্য এই, কুমন্ত্রণাতে বিশ্বাস করিলে অবশ্যই প্রতারিত হইতে হয়; আরও লোভ করিলেই যে কিছু লাভ হয় এমত নহে, বরং লোভের দ্বারা প্রাপ্ত অথবা উপস্থিত বস্তুর নাশ হয়।

অসার আশা।

অসম্ভব আশার ন্যায়িক কিছু ফল।
কিছু কাল মনে সুখ, শেষেতে বিফল॥

এক জন সিপাহী এক কলসী ঘৃত ক্রয় করিয়া বাজারহইতে আপনার ঘরে আনিবার কারণ চারি আনা-মূল্যে এক মুটিয়া ভাড়া করিল। সেই মুটিয়া সেই বৃহৎ মস্তকে লইয়া অতিশয় উল্লাসিত হইয়া

মনে মনে কহিতে লাগিল, ইহাতে যে বেতন পাইব তাহাতে এক হংস দম্পতী ক্রয় করিব; তাহার বাচ্চা ক্রমে ক্রমে অনেক হইবে; পরে সে সকল বিক্রয় করিয়া এক ছাগল দম্পতী কিনিব; তাহার বাচ্চা হইলে দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া আমার নির্ব্বাহ হইবে; এবং ক্রমে ক্রমে পাল বাড়িলে সকল বিক্রয় করিয়া সাত আট সের দুগ্ধ দেয় এমত এক গাভী ক্রয় করিয়া ধন সঞ্চয় করিব। অল্প সময়ে বিস্তর বৎস ও ধেনু ঐ গাভীদ্বারা হইবে, তাহার মধ্যে যাহাদের দুই চারি দন্ত হইবে তাহা উত্তম মূল্যে বিক্রয় করিব। এই রূপে বহু ধনাধিপতি হইলে এক সুন্দরী ও উপযুক্তা কন্যা বিবাহ করিব, এবং দুই এক বৎসরের মধ্যে সন্তানও হইতে পারিবে। তখন আপনি কোন কর্ম্ম করিব না, আমার দাসেরাই সকল করিবে; আমি কেবল বসিয়া ঠাকুরালী করিব। যখন আমার পুত্র অন্তঃপুরহইতে আসিয়া আমাকে বলিবে, হে পিতঃ ভোজন কর আসিয়া, তখন এমনি করিয়া (মাথা নাড়িয়া) বলিব, এখন ভোজন করিব না। এই কথা কহিয়া মস্তক নাড়িবামাত্র ঘৃতকুম্ভ মস্তকহইতে ভূমিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল; তাহাতে সিপাহী তাহাকে বেত্রাঘাত করিল।

ইহার তাৎপর্য্য এই, যে জন আপনার পদের কিম্বা অবস্থার অধিক অথবা অসম্ভব ও দুর্লভ আশাতে মত্ত হয়, সে কেবল নিরাশ ও দুর্দ্দশান্বিত হইবে।

কৃতঘ্নের ভৎসনা।

এক জন কৃষিকর্ম্মের দ্বারা কিছু ধন সঞ্চয় করিয়াছিল, পরে বৃদ্ধ হইয়া আপনার সমুদয় ভার পুত্রকে দিল। সে ধনাধিপতি হইয়া উত্তম বাটী ও উদ্যান ও তৈজসাদি ক্রয় করিয়া, এবং দাস দাসী নিযুক্ত করিয়া, আপনার ঐশ্বর্য্য বাড়াইল; কিন্তু তাহার পিতার কুটীরে বাস ও ভগ্ন পাত্রে ভোজন করা ও তাহা স্বহস্তে ধৌত করা ঘুচিল না। তাহার পৌত্র সুবোধ, সে আপন পিতামহের এই এই অবস্থা দেখিয়া খিদ্যমান হইয়া তাহাকে বলিল, এই ভগ্ন পাত্রে ভোজন করিয়া প্রতিদিন স্বহস্তে প্রক্ষালন করিতে হয়, যদি আমার পরামর্শ শুনিয়া এই পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেল, তবে তোমার দুঃখ দূর হইবে। সে বৃদ্ধ কহিল, তাহা কিরূপে হইতে পারে? এ ভগ্ন পাত্র ভাঙ্গিলে তোমার পিতা আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন, তাহাতে বরং অনেক দুর্গতি হইবে। পৌত্র বলিল, আমার

বাক্য গ্রহণ কর, তাহাতে ভাল ব্যতিরিক্ত মন্দ হইবে না। অতএব সেই প্রাচীন এক দিবস ভোজনোত্তর পাত্র ধৌত করিবার ছলে ঐ পাত্র ভাঙ্গিল, তাহাতে তাহার পৌত্র দণ্ড লইয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হওয়াতে তাহার পিতা বলিল, তুমি কি ক্ষিপ্ত হইয়াছ? সে কহিল, আমি ভাল বিবেচনা করিয়াছি; কেননা তুমি প্রাচীন হইলে তোমার কারণ ভগ্ন পাত্র আমি কোথা পাইব? তন্নিমিত্তে তোমার পিতাকে মারিবার উপক্রম করিয়াছি। ইহা শুনিয়া তাহার পিতা জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া আপনার পিতাকে বাটীতে লইয়া গেল, এবং তাহার সেবার কারণ দাস নিযুক্ত করিয়া দিল।

বালকদের শিক্ষা দেওয়া পিতা মাতার কর্ত্তব্য।

সুবৃক্ষ মূলেতে বারি করিলে সেচন।
ফলাশায় নিরাশ না হয় কদাচন॥
পুত্রে শিখাইলে নীতি হইবে মঙ্গল।
তাহা না হইলে সব হইবে বিফল॥

বালকদিগের মাতা পিতার কিম্বা পালনকর্ত্তার অথবা শাসনকর্ত্তার উপযুক্ত হয়, যে তাহাদিগকে ঐহিক পারত্রিকের হিতার্থ বিদ্যা ও নীতি ও

শীলতা ও গুণ ও পরিণামদর্শন জ্ঞান শিক্ষা করান, এ বিষয়ে তাচ্ছল্য কিম্বা ত্রুটি করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে, তাহার উদাহরণার্থ ইতিহাস।

এক বিদ্বান্ রাজপুত্র মনের অধৈর্য্য প্রযুক্ত মত্ত হইয়া অন্তঃকরণে কহিল, আমি আমার পিতার উপযুক্ত পুত্র, আমাকে রাজ্যভার দিয়া পিতা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন; কিন্তু তিনি ইহাতে বিলম্ব করেন, এই হেতুক তাঁহাকে নষ্ট করিয়া আপনি রাজ্যাধিকারী হইব। আর ঐ রাজার পাত্রের এক কন্যা ছিল, সে রূপবতী ও যুবতি; অনেক বয়স পর্য্যন্ত তাহার বিবাহ হয় নাই, এ প্রযুক্ত সেও ভাবিল, আমি বিবেকিনী হইয়া দেশান্তরে যাইব।

এক রাত্রি রাজসভাতে নৃত্য হইতেছিল, রজনী কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতে নৃত্যকী কিছু পারিতোষিক না পাইয়া ক্ষান্তা হইতে চাহিল; তাহাতে তাহার স্বামী তাহাকে এই শ্লোক বলিল,

গতা বহুতরা কান্তে স্বল্পা তিষ্ঠতি সর্ব্বরী।
ইতি চিত্তে সমাধায় কুরু সজ্জনরঞ্জনং॥

অর্থাৎ ও হে স্ত্রি, অনেক নিশা গতা হইয়াছে, কিঞ্চিৎ শেষ আছে; অতএব আর কিছু কাল মনঃ স্থির করত সজ্জনের মনোরঞ্জন কর। দেখ,

এত ক্ষণ পর্য্যন্ত নৃত্য করিয়া কিছু পাইলাম না, তাহাতে যদ্যপিও পাইবার আশা নাই, তথাচ আর কিঞ্চিৎ কাল থাকিয়া প্রভাত পর্য্যন্ত নৃত্য করিয়া আপনাদিগের কার্য্য করি, তাহাতে সভ্য লোকেরা তুষ্ট হইবেন।

রাজপুত্র ও পাত্রের কন্যা ঐ শ্লোকের অর্থ বুঝিয়া সহিষ্ণুতা করা সর্ব্বতোভাবে ভাল, ইহা মনে করিল; এবং নৃত্যকীর প্রতি তুষ্ট হইয়া তাহাকে আপন আপন গলার গজমুক্তার হার দিল।

ঐ সভাতে কোটালের পুত্র শ্লোকের অর্থ না বুঝিয়া আপন পিতাকে চপেটাঘাত করিল, কোটাল তাহাকে স্কন্ধে করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তখন সভ্য লোকেরা চমৎকৃত হইয়া কোটালকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার পুত্র তোমাকে মারিল, তাহাতে তুমি যে তাহাকে স্কন্ধে করিয়া লইলা, ইহার কারণ কি? কোটাল উত্তর করিল, আমি উহাকে নীতি শিক্ষা করাই নাই, সেই হেতুক মূর্খ হইয়াছে; অতএব আমাকে বধ না করিয়া যে প্রহার করিল এই পরম লাভ।

স্তাবকের কথা।

ব্যবহারাধিক স্তব করে যেই জন।
অবশ্য তাহার আছে কিছু প্রয়োজন॥

যে জন স্তব ও মিথ্যা প্রশংসাতে তুষ্ট হয়, সেই ভিন্ন অন্য কেহ তাহাতে প্রতারিত হয় না, তাহার উদাহরণ।

এক শৃগাল ক্ষুধিত হইয়া আহারান্বেষণ করিতেছিল, দৈবাৎ সম্মুখে এক বৃক্ষোপরি এক কাটবিড়ালীকে দেখিল। সে কোমল জন্তু সুতরাং শৃগালের উপাদেয় খাদ্য, কিন্তু তাহাকে ধরিবার কোন উপায় না পাইয়া শৃগাল তাহাকে কহিল, তোমার পিতা পিতামহ অতিশয় বলবান ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন, তাঁহারা এক বৃক্ষহইতে অন্য বৃক্ষে লম্ফ দিতে পারিতেন। সেও তাহা করিল। পরে শৃগাল বলিল, তাঁহারা বৃক্ষের ডালহইতে এক লম্ফ দিয়া মূলে আসিতে পারিতেন। কাটবিড়ালী শৃগালের স্তবে মগ্ন হইয়া মূলে লম্ফ দিয়া নামিবামাত্র শৃগাল তাহাকে গ্রাস করিল।

দেখ, স্তাবক কেবল স্বকার্য্য সাধনার্থ ব্যতিরিক্ত অন্য হেতু স্তব করে না, অতএব স্তব যাহার কর্ণে কণ্টকের ন্যায় বোধ হয়, সেই সুবোধ, স্তবের

দ্বারা সে কখনো প্রতারিত হয় না; কিন্তু বালকদিগের কর্ণে অঙ্গুলি দেওনের ন্যায় মিথ্যা স্তবে ও প্রশংসাতে যাহার সুখ বোধ হয়, সেই নির্ব্বোধ, এবং তাহার অবশ্য ক্ষতি হইবে।

সুখের মূল।

ধনে সুখ নহে, কিন্তু সুখ হয় মনে।
অন্যের দেখহ মন, বিজ্ঞান দর্পণে।

এক বিদ্যাবান্ ব্যক্তির নানা শাস্ত্রাধ্যয়নদ্বারা বড় জ্ঞানের প্রাখর্য্য হইল, পরে তাহার অন্তর নিরন্তর বিদ্যা বিষয়ক ধ্যানে নিযুক্ত ছিল; ইহাতেও তাহার মন কদাচিৎ হৃষ্ট হইত; কিন্তু প্রায় সর্ব্বদা বিমর্ষ থাকিত, কেননা তাহার দশার সমান অন্যের দশা ছিল না; এই নিমিত্তে যাহাকে দেখিত তাহারি হিংসা করিত। এক দিবস কাতর হইয়া অতিশয় নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নে দেখিল, যে এক ব্যক্তি আমার দুঃখ নিবারণার্থে এক দর্পণ দিয়া কহিতেছেন, যে এই দর্পণদ্বারা তোমার সকল দুঃখ দূর হইবে, কেননা ইহাতে অন্যের মন দেখা যায়। অতএব আগে অন্যের মন দেখিবা, পরে যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে তাহারই মত তুমি হইতে পারিবা।

বিদ্বান্ কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক দর্পণ গ্রহণ করিয়া আনন্দিত মনে যাইতে যাইতে অনেক অনেক লোক সুরঙ্গ বস্ত্রে তুরঙ্গারোহণে ও শকট, শিবিকা, কুঞ্জর বাহনে, এবং ছত্রধারী ও পদাতিক সমভিব্যাহারী পদব্রজে গমনকারিদিগকে রাজপথে দেখিয়া, মনোদর্শক দর্পণে দৃষ্টি করিবামাত্র প্রকাশ পাইল, যে কলঙ্ক, কলহ, বিকার, বিরহ, রোগ, শোক, মিত্রতার বিয়োগ, লোভ, ক্ষোভ, হিংসা, ঈর্ষ্যা ইত্যাদি বিষয়াধীন হওয়াতে কাহারও মন কোন মতে শান্ত নহে।

পরে রাজসভাতে উপস্থিত হইয়া দর্পণে দেখিল, কেহ রাজার ভয়ে কম্পিত, কেহ অপ্রতিভ হইবার আশঙ্কায় ভীত, কেহ বা রাজার অগোচরে প্রজাগণের উপরে সিংহের ন্যায় তর্জ্জনগর্জ্জনকারী কিন্তু রাজার সাক্ষাতে শৃগালের ন্যায় ভীত ও চোরের ন্যায় অপমানগ্রস্ত, কেহ বা মান ও নাম বাড়াইবার কারণ বিশ্বাসিত কর্ম্মে বিশ্বাসঘাতকী হইয়া ও রাজধন অপব্যয় করিয়া শেষে প্রহারালয়ে বদ্ধ হইতেছে। অতএব সংসারের এতাদৃশ সুখাপেক্ষাতে উদাসীন হওয়া ভাল ইহা জ্ঞাত হইল।

পরে এক বিবাহের সভায় উত্তরিয়া দেখিল,

কেহ অপত্যাভাবে, কেহ অপত্যের শোকে; কেহ বিবাহ সন্ধানে, কেহ বিবাহ বন্ধনে; কেহ কন্যার ভারে, কেহ পুত্রের বিবাহ হেতুক; কেহ কেহ বনিতা, দুহিতা, জামাতা ইত্যাদির শোকে; কেহ বা কুলাভাবে, কেহ কুল রাখিবার নিমিত্তে ব্যাকুল হইতেছে, এবং জাতি কুল মান রক্ষা হেতু প্রবঞ্চনা তাহাদের মনকে আক্রমণ করিতেছে, আর জাত্যভিমানী ও কুলাভিমানী অনেকেই প্রকাশে আপনাদিগকে মহৎ ও শুচি বলিয়া পরিচয় দেয়; ও স্বজাতীয়ের সহিত আহার ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হয়, এবং আপনাদিগের দোষ ঢাকিবার কারণ অন্যকে হঠাৎ দোষী করে, ও অন্যকে তুচ্ছ করিয়া আত্মগৌরব বাড়ায়, কিন্তু তাহাদের আপনাদের ও পরিবারের মধ্যে অপ্রকাশে এমত কদাচার, ও নীচ ও অশুচি ও বিজাতীয় ব্যবহার, যে তাহাতে তাহাদের অন্তঃকরণ অত্যন্ত আকুল ও ব্যথিত।

মনুষ্যের মনোগত যত দুঃখ ও কাল্পনিকতা তাহা বাহ্যের সুদৃশ্য লক্ষণ ও বাক্যের দ্বারা আচ্ছাদিত আছে, এ সমস্ত প্রভেদ দর্পণে দেখিয়া নিদ্রাহইতে উঠিয়া বিদ্বান্ ঈশ্বরের স্তব ও ধন্যবাদ করিয়া কহিল, হে প্রভো, তুমি আমাকে রক্ষা করিয়াছ,

আমি যে উহাদের কাহারও মত হই নাই, ইহাতে আপনাকে ধন্য করিয়া মানি। এই অবধি কাহারও সহিত অবস্থা ও ভাগ্য পরিবর্ত্ত করিতে বাসনা করিয়া আর উন্মাদ হইব না। এই রূপে বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রত্যেক পদস্থ মনুষ্যের মন দেখিয়া লজ্জিত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া আপনাকে সুখী বোধ করিল।

সুখ বাহ্যের লক্ষণে কিম্বা ধনে কদাচ নহে, কেবল মনে। বিদ্বান্ ব্যক্তি এই কাল্পনিক দর্পণে যেমন তাহা জানিতে পারিয়া আত্মসুখ দেখিতে পাইল, সেই রূপ যাহার জ্ঞান আছে সে অনায়াসে জ্ঞান দর্পণের দ্বারা অন্যের মন দেখিলে আপনার অবস্থা ও পদ অবশ্য ভাল বাসিবে, আর কাহারও হিংসা করিবে না, ও কাহারও মত হইতে চাহিবে না; কেননা রোগ শোক মৃত্যুর অধিকার সকলের উপরে আছে, তন্নিমিত্তে রাজপুত্র অট্টালিকায় যেমন সুখ ভোগ করে, কুঠরী মধ্যে কৃষাণ তদপেক্ষা অধিক সুখ ভোগ করিতে পারে। মনুষ্য মনুষ্যের দৃশ্য ঐশ্বর্য্য দেখিয়া অকারণ হিংসাতে অধৈর্য্য হয়, কিন্তু তাহাদের মন কি দুঃখে দুঃখিত তাহা কেহ জানে না ও বুঝে না। যেমন বলা যায়, ময়ূরের সুবর্ণ পাখা দেখিয়া লোকে প্রশংসা করে,

কিন্তু সে আপনার কদর্য্য পা দেখিয়া লজ্জায় আপান অধোবদন হয়।

রসনা শাসন।

পরমুখে কটু ভাষা সহিতে না পার।
তবে আগে আপনার মুখ মিষ্ট কর॥
তুণ্ড দোষে মুণ্ড শাস্তি সামান্য বচন।
না বুঝিলে হইবেক বিরোধোপার্জ্জন॥

রসনা অস্থি বিনা নির্ম্মিত হইল, সে অতি কোমল, তাহার কাঠিন্য প্রকাশ হইলে কি খেদের বিষয় হয়! দেখ রসনা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক তিক্ত বস্তু উদরস্থ করে না, কিন্তু আপনি এতাদৃশ ভাল ও মিষ্ট প্রয়াসিনী হইয়া কি রূপে অন্যের প্রতি কটুভাষিণী হয় ও অন্তঃপুরহইতে মন্দ বস্তু নির্গত কয়ে; আর ভাল কহিতে ক্ষমতা থাকিতেও যে মন্দ কহিতে ভাল বাসে, এই কি কুটিলতা? এবং মন্দাপেক্ষা ভাল কহনে অধিক শ্রম ও ব্যয় হয় না।

রসনার গুণাগুণ কি কহিব? দেখ সে বশ থাকিলে জগৎকে বশ করিতে পারে, কিন্তু অবশ হইলে সুশীল ও সুধীর বন্ধুর ক্রোধোৎপত্তি করে; কখনো আত্মগুণে প্রাণ রক্ষা করে, কখনো আত্মদোষে প্রাণ হারায়; কখনো নির্ব্বিরোধে বিরোধ জন্মায়, কখনো মহাবিরোধও নিবৃত্ত করে। স্তুতি, নিন্দা, মিত্রতালাভ, সুহৃদ্ভেদ, প্রেমবিচ্ছেদ-প্রভৃতি সকল করিতে পারে। নীরব থাকন অপেক্ষা আপনার মন্দ করিতে ও অন্তঃকরণের গুপ্ত কথা প্রকাশ করিতে ভাল বাসে; কখনো সুজনের নিন্দা ও আত্মপ্রশংসা করিয়া নিন্দার পাত্র হয়; যাদৃশ বন্ধনের উপরে বন্ধন পড়িলে পূর্ব্বের বন্ধন শ্লথ হয়, ও তাহার দৃঢ়তা থাকে না, তাদৃশ সে কখনো সত্য কথাকে দৃঢ়তর করিবার আশয়েতে সত্যতার গৌরব নাশ করে, ও তাহাতে সন্দেহ জন্মায়; এবং বন্ধুর গুপ্ত ও বিশ্বস্ত কথা তাহার শত্রুর নিকটে ব্যক্ত করিয়া বিশ্বাসঘাতকী ও শঠতাতে অপরাধী হইয়া বন্ধুর বিপক্ষের নিকটে মৈত্রতা জানায়।

অতএব যাহা শুন তাহা সকল প্রকাশ করা ও যাহা জান তাহা সকল কহা কর্ত্তব্য নহে। বিস্তর কহনে মিথ্যা আইসে, কিন্তু অল্প ভোজনে ও অল্প কথনে কখনো মন্দ হয় না। যে জিহ্বা সম্বরণ করিতে না পারে, সে কখনো সুখী হইবে না।

যদি কাহারো বাক্যেতে কোন ত্রুটি না হয়, তবে সে সিদ্ধ পুরুষ হইয়া তাবৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বশে

রাখিতে পারে। দেখ, আমরা আজ্ঞাবহ করিবার জন্যে অশ্বগণের মুখে বল্গা দিয়া তাহাদের তাবৎ শরীরকে ফিরাই; এবং জাহাজের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখ, সে অতি বৃহদাকার এবং প্রচণ্ড বায়ুতে চালিত হইলেও এক জন নাবিক একখান ক্ষুদ্র হাইলদ্বারা আপনার ইচ্ছামতে তাহা ফিরায়। তদ্রূপ জিহ্বা অতি ক্ষুদ্রাঙ্গ বটে, কিন্তু অতি গুরুতর কথা কহে। দেখ, অল্প অগ্নি কত বড় বনকে ভস্মরাশি করিতে পারে! কিন্তু জিহ্বা অগ্নিস্বরূপ ও পাপারণ্যস্বরূপ, অঙ্গের অন্তর্বর্ত্তিনী হইয়া তাবৎ শরীরকে অশুচি করিয়া সৃষ্টির রীতিকে দগ্ধ করে, এবং আপনিও নরকানলদ্বারা দগ্ধ হয়। আর পশু ও পক্ষী ও সর্প ও জলচর ইত্যাদি জন্তু সকলেই মনুষ্যের বশীভূত ছিল, এবং এখনও আছে; কিন্তু মৃত্যুজনক গরলেতে পরিপূর্ণ যে দুষ্ট অদম্য জিহ্বা তাহাকে কোন কেহ বশীভূত করিতে পারে না। এক জিহ্বাতে আমরা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি, এবং ঈশ্বরের মূর্ত্তিস্বরূপ সৃষ্ট মনুষ্যকে শাপ দি। আমাদের এক মুখহইতে আশীর্ব্বাদ ও শাপ দুই নির্গত হয়; এমত হওয়া উচিত নহে। উনুই কি এক ছিদ্র দিয়া মিষ্ট ও তিক্ত দুই প্রকার জল নির্গত

করে? ডুমুর বৃক্ষে কি জিত.ফল ধরিতে পারে, কিম্বা দ্রাক্ষালতাতে কি ডুমুর ফল ধরিতে পারে? তদ্রূপ এক উনুইহইতে লবণাক্ত ও মিষ্ট দুই প্রকার জল উৎপন্ন হয় না।

অতএব কুকাব্য, কৌতুক কথা, এবং কটু ও কঠিন ও কর্কশ ভাষা, যাহা বিরোধ ও ক্রোধ জনক হয়, এবং যাহাতে আপনি কিম্বা অন্য অপ্রতিভ হয়, কিম্বা যাহাতে কাহারও মনের মালিন্য জন্মে, তাহাহইতে জিহ্বা সংযমন করিয়া অন্যের প্রতি উপদেশ ও উপকারার্থে নীতি ও জ্ঞানোৎপাদক সাধু ও মিষ্ট ভাষা কহিলে, ও দর্পবাদী না হইয়া বিনয়বাদী হইলে সর্ব্বত্র সন্মান ও সম্মান হইবে; তবে কেন রূঢ় ভাষাদ্বারা মূঢ়ত্ব প্রকাশ করিয়া ধমকবাক্যে ক্রোধোৎপত্তি কর? যদি বন্ধু লোকের মন্দ ক্রিয়া দেখ, তবে অনুযোগের সহিত অনুগ্রহ মিশাইয়া তাহাকে কহিলে তোমার বাক্য তাহার মনে স্থান পাইবে, তাহাতে সে জ্ঞানপ্রাপ্ত ও লজ্জিত হইবে। মিষ্ট কথায় পর আপন হয়, ও তিক্ত কথায় আপনও পর হয়। প্রিয়বাদী হইলে সকলে সকলের প্রিয় হইবে; কিন্তু কটু ও কর্কশ ভাষা কেহ না মানিলে মান হারাইবা।

সংসর্গের বিষয়।

সঙ্গ দোষে সদ্‌গুণের কেবল গৌরব যায় তাহা নহে, বরং অসদ্‌গুণ বর্ত্তে। দেখ, তাম্রের থলিয়াতে স্বর্ণ রাখিলে বিবর্ণ হইয়া তাম্রবর্ণ প্রাপ্ত হয়। অতএব যাহাকে শিখাইতে পার, কিম্বা যাহার স্থানে শিক্ষিত হইতে পার; অথবা যাহাকে শোধন করিতে পার, কিম্বা যাহাকর্ত্তৃক শুদ্ধ হইতে পার, এমত লোক ভিন্ন অন্যের সংসর্গে থাকিও না; কেননা সঙ্গ গুণে গুণ হয়, সঙ্গ দোষে দোষ হয়।

এক ভদ্র লোকের সন্তানের যাত্রা দর্শনে ও কবিতা শ্রবণে বড় আমোদ ছিল। এক রাত্রি এক বাটীতে কবিতা শুনিতে গিয়া অলস লোকদের সহিত বসিল; সেই দিকে বড় গোল হইলে বাটীর কর্ত্তা সেই দিকের লোককে বেত্র মারিতে লাগিল। তখন সে মনে মনে করিল, দেখ অলসের সঙ্গে বসিলে অলসের সহিত গণিত হইতে হয়, ও তাহাদের দশাধীন হইতে হয়। অতএব এতাদৃশ কবিতা শ্রবণেচ্ছাকে দমন করিয়া ভাল জ্ঞান চেষ্টা করা আমার উপযুক্ত।

শিষ্ট নিরূপণ।

এক মহল্লোকের সন্তান এক ইতর লোকের পুত্রকে কটূক্তি করিল; কিন্তু ইতর লোকের সন্তান তাহা সহিল, সে এক কথাও কহিল না; কেননা ভাবিল, দুষ্ট ভাষা কহা অপেক্ষা সহিষ্ণুতা ভাল। এই আখ্যান এক জন শিক্ষক আপন শিষ্যকে জ্ঞাত করাইয়া কহিলেন, কহ দেখি বাপু, ইহার মধ্যে শিষ্ট কে? শিষ্য কহিল, মহাশয়, আমার অল্প জ্ঞান, কিন্তু ইতর সন্তানের নম্রতাদ্বারা শিষ্টতা জানা গেল, ইহা বুঝি। গুরু বলিলেন, ধন্য শিষ্য, এই বটে, কেননা দোষ গুণ বাক্য ও কর্ম্মের দ্বারা প্রকাশ পায়। দেখ, মহৎকুলে উৎপন্ন হইয়া চৌর্য্য, যুয়াচৌর্য্য, লম্পটতা, ইত্যাদি নীচ ক্রিয়া করিতেছে, এবং নীচ কুলে উৎপন্ন হইয়াও মহৎ ক্রিয়া করিতেছে; যে হেতুক জন্ম হউক যথা তথা কর্ম্ম হউক ভাল।

কুল বিশেষে শিষ্ট হয়, শীল থাকিলেই হয়। তাহার বিবরণ এই, লজ্জাশীল, ধৈর্য্যশীল, ধর্ম্মশীল, ব্যয়শীল, গুণশীল, ইত্যাদি শীলতাদ্বারা বিশিষ্ট কহা যায়।

হিতোপদেশ।

যেমন গ্রীষ্মকালে হিম ও শস্যকাটনের সময়ে বৃষ্টি, তদ্রূপ অজ্ঞান লোকের সম্ভ্রম অসম্ভব। আপনি আপনাকে জ্ঞানবান বোধ করে, এমত লোককে কি দেখিতেছ? তাহা অপেক্ষা বরং মূর্খের বিষয়ে অধিক প্রত্যাশা আছে। কল্যের বিষয়ে গর্ব্বকথা কহিও না, কেননা এক দিনের মধ্যে কি ঘটিবে, তাহা তুমি জান না। অন্য লোক তোমার প্রশংসা করুক, কিন্তু তুমি আপন মুখে করিও না; ও অন্য লোক তোমার সুখ্যাতি করুক, কিন্তু তুমি আপন ওষ্ঠদ্বারা করিও না। যে জন আপন প্রতিবাসিকে স্তুতিবাদ করে, সে তাহার পাদ বন্ধন করিবার জন্যে জাল পাতে। অজ্ঞান লোক তাবৎ মনস্থ প্রকাশ করে, কিন্তু জ্ঞানী উচিত্ত সময়ের জন্যে তাহা রাখে।

সমাপ্ত।

নীতি কথা,

তৃতীয় ভাগ।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীদ্বারা ছাপা গেল।

NÍTI KATHÁ,

OR

FABLES,

IN THE BENGALI LANGUAGE.

THIRD PART.

CALCUTTA:
PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS,
AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD.
1851.